যুগান্তর

2 2 MAY 2008

উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদের জন্য

৩৩ জন শিক্ষাবিদকে খুঁজছে সরকার

মুসতাক আহমদ

তেত্রিশ জন সৎ, দক্ষ, যোগ্য এবং প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদকে হন্যে হয়ে খুঁজছে সরকার। তাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হবে। সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মাধ্যমে খোঁজা হচ্ছে এ ৩৩ জনকে। যে কারণে প্রায় প্রতিদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাজ্ঞ ও স্বনামখ্যাত শিক্ষকদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করতে দেখা যাচ্ছে। সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষাজীবনে ভালো ফলাফলের অধিকারী, আর্থিক-একাডেমিক-রাজনৈতিকভাবে দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতিতে জড়িত নন, দলীয় অন্ধ আনুগত্য নেই, প্রশাসন চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের নাম রয়েছে এ খোঁজার তালিকায়। দেশে বর্তমানে ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য রয়েছে। যদিও সম্প্রতি সরকার এসব পদে নিয়োগের জন্য সংবাদপত্রে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে অর্ধ-শতাধিক সরকার : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

সরকার : খুঁজছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আবেদনপত্র জমাও পড়েছে উপাচার্য হতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তির। তবে সরকার চাচ্ছে আবেদনকারীরও বাইরে যোগ্য, দক্ষ ও প্রশাসন চালাতে সক্ষম ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে।

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ শূন্য রয়েছে সেগুলো হচ্ছে— হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া প্রস্তাবিত যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য দেয়া হবে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এছাড়াও অপসারণের কারণে গত এক সপ্তাহের মধ্যে খালি হওয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও পূর্ণকালীন উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হবে। এই ১০টির মধ্যে ৬টি বর্তমানে সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্তদের দিয়ে চলছে।

১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য নেই। এগুলো হচ্ছে— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

এছাড়া কোষাধ্যক্ষের পদ থাকা সত্ত্বেও শূন্য রয়েছে ৬টিতে। এগুলো হচ্ছে— জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এর বাইরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের পদ আগামী ২ এপ্রিল শূন্য হবে।

সূত্র জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বর্তমানে সরকারি মহলে বেশি আলোচনা হচ্ছে। প্রায় চার মাস আগে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ শূন্য হওয়ার পর পরবর্তী সিনিয়র হিসেবে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান সাময়িক দায়িত্ব পেয়েছেন। তবে দায়িত্ব লাভের পর সংস্কারের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অনিয়মে জড়িয়ে পড়া, দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে সখ্য ও তাদের পুরস্কৃত করাসহ বিভিন্ন কারণে মন্ত্রণালয় তার ব্যাপারে নাখোশ। অন্য সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্তদেরও সরকার নজরদারিতে রেখেছে।

প্রসঙ্গত, বুয়েট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনেই উপ-উপাচার্যের পদ নেই। এছাড়া বুয়েট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও আইনগতভাবে কোষাধ্যক্ষের কোন পদ নেই।